কে. এস. রঙ্গনাথ

বনাম

ভিটাল শেট্টি

(২০১১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৮৬০)

ডিসেম্বর ০৮,২০২১

[এন. ভি. রমনা, প্রধান বিচারপতি, এ. এস. বোপান্না এবং হিমা কোহলি,বিচারপতিদ্বয়]

নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ – ধারা ১৩৮ – চেক অনাদায় – আপীলকারী ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা অব্যাহতি পান – উচ্চ আদালত অব্যাহতি বাতিল করে – আপীলের পর, সিদ্ধান্ত: প্রতিপক্ষ তার উপর অর্পিত প্রাথমিক দায়িত্ব সফলভাবে পূরণ করেছেন – তিনি প্রমাণ করেছেন যে আপীলকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত চেকটি তার পক্ষে আইনত পুনরুদ্ধারযোগ্য অর্থ পরিশোধের জন্য ইস্যু করা হয়েছিল – পক্ষগণ একে অপরকে চিনতেন – আপীলকারী পূর্বের একটি লেনদেন সম্পর্কে স্বীকার করেছেন যেখানে তিনি ঋণ নিয়েছিলেন এবং পরিশোধ করেছেন – এটি নির্দেশ করে যে পক্ষগণ পূর্বেও আর্থিক লেনদেনে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে আরেকটি লেনদেন সম্ভাব্য ছিল – প্রতিপক্ষ প্রমাণ করেছেন যে লেনদেনটি বাস্তবে ঘটেছিল – এটি খণ্ডন করতে, আপীলকারীর প্রদত্ত প্রতিরক্ষাটি যে বর্তমান কার্যক্রমে নথি ও চেক তাকে হুমকি দিয়ে আদায় করা হয়েছিল, তা ইতিমধ্যে একটি পৃথক কার্যক্রমে বিবেচিত হয়েছিল এবং সেখানে প্রতিপক্ষকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল – আপীলকারীর অব্যাহতি যথার্থ নয় – চ্যালেঞ্জ করা রায়ে হস্তক্ষেপ করা হয়নি – ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ২(ডি) রিড উইথ ২০০ – দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩৬৫, ৩৪২, ৩২৩, ৫০৬।

নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ – ধারা ১১৮(ক), ১৩৯ – পূর্বধারণা – খণ্ডন করার দায়িত্ব – প্রমাণের মান – আলোচনা করা হয়েছে।

আপিল খারিজ করে দিয়ে, আদালত

বলেঃ ১.১ চেক জারি করার সময় আইনে উদ্ভূত অনুমান সম্পর্কিত আইনি দিকটি দ্বারপ্রান্তে উল্লেখ করতে হবে। প্রাথমিক বোঝা অভিযোগকারীর উপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য রাখা হয়। যখন একটি চেক বের করা হয় এবং ড্রয়ের দ্বারা নির্ভর করা হয়, তখন এটি একটি অনুমান উত্থাপন করবে যে এটি একটি বিবেচনার দিকে টানা হয় যা আইনত আদায়যোগ্য পরিমাণ; অবশ্যই এই ধরনের অনুমান, বিপরীত প্রমাণ করে প্রত্যাখ্যানযোগ্য, সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা উত্থাপন করার দায়িত্ব অভিযুক্তের উপর রয়েছে এবং

অনুমান প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রমাণের মান সম্ভাবনার প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে। [অনুচ্ছেদ ৮,১১] [৬৫৮-বি-সি; ৬৬২-জি-এইচ]

কে প্রাকশান বনাম পিকে. সুরেন্দ্রন (২০০৮) ১ এসসিসি ২৫৮: [২০০৭] ১০ এসসিআর ১০১০; ত্রিয়াম্বক এস. হেগড়ে বনাম শ্রীপদ ২০১১ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৮৪৯-৮৫০-এর উপর নির্ভর করেছিল।

শ্রদ্ধেয় মা মেরিকুট্টি বনাম রেনি সি. কোট্টারাম ও আনার (২০১৩) ১ এসসিসি ৩২৭: [২০১২১ ৯ এসসিআর ৫৩০; কালামানি টেক্স ও আনার বনাম পি. বালাসুব্রমনিয়ান (২০২১) ৫ এসসিসি ২৮৩:২১ (২) জেটি ৫১৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

১.২ এটি উত্তরদাতার মামলা ছিল যে আবেদনকারী ১২.০৬.২০০৩-এ ৩,৭৫,০০০/-টাকা ধার করেছিলেন যা ছয় মাসের মধ্যে সুদ সহ পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছিল। অতএব, কেএস-এর জন্য ১২.১২.২০০৩ তারিখের চেক। ৪,০০,০০০/- টাকা কর্পোরেশন ব্যাঙ্কে টানা হয়েছিল। উত্তরদাতা একটি ৬৫৩ 'অন ডিমান্ড প্রমিসরি নোট'-এর উপর নির্ভর করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে একজন শ্রী 'এইচ. এম'-ও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত শ্রী 'এইচ. এম' যিনি 'অন ডিমান্ড প্রমিসরি নোট'-এর সাক্ষী হিসাবেও স্বাক্ষর করেছিলেন, তাকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয়নি যার কারণে বিচারিক বিচারক লেনদেনটিকে প্রমাণিত বলে মনে করেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে উত্তরদাতা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে মামলাটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাইহোক, উত্তরদাতা চেক জারি করা সম্পর্কিত প্রমাণ জমা দিয়েছিলেন এবং প্রাথমিক বোঝা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য বিচার বিচারকের পুরো বিবেচনা আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত অভিযোগের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল যে একটি ঘটনা ঘটেছে যখন উত্তরদাতা বল প্রয়োগ করে কিছু ফাঁকা কাগজে চেক এবং স্বাক্ষর পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তরদাতা ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে চেকটি উপস্থাপন করার বিষয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে যে তিনি এত দীর্ঘ অপেক্ষা করতেন না যদি চেকটি সত্যিই তারিখযুক্ত হয় এবং আগে জারি করা হত। এই ধরনের অনুমান যুক্তিসঙ্গত হবে না যখন, প্রকৃতপক্ষে, চেকটি ১২.১২.২০০৩ তারিখের এবং তার বৈধতার সময়ের মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছিল। আবেদনকারীর দ্বারা অভিযোগ করা ঘটনাটি ২০.০১.২০০৪-এ ঘটেছে বলে ধরে নেওয়ার জন্য, চেকটি ২০.০১.২০০৪-এ বা তার পরে তারিখ দেওয়া উচিত ছিল। চেকটি উপস্থাপনের তারিখটি কোনও ফলস্বরূপ নয় যদি এটি তার বৈধতার সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়।

যে অভিযুক্ত অপরাধটি উত্তরদাতা নিজেই ২০.০১.২০০৪-এ করেছিলেন, তা সি.সি.-তে বিবেচনা করা হয়েছিল। যখন একটি এখতিয়ারভুক্ত আদালত একই অভিযোগে গিয়েছিল এবং ০৬.১২.২০০৬-এ তার রায় দিয়েছিল, তখন সমন্বিত এখতিয়ার প্রয়োগকারী অন্য একটি আদালত এটিকে হালকাভাবে খারিজ করতে পারত না। প্রতিরক্ষার সমষ্টি এবং সারমর্ম হল যে আবেদনকারীকে হুমকি দিয়ে উত্তরদাতা ২০.০১.২০০৪-এ নথি এবং চেক পেয়েছিলেন। সেই ক্ষেত্রে, পরিস্থিতি উল্লেখ করা হয়েছিল এবং এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আবেদনকারী একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, যার অনুসরণে আইপিসির ৩৬৫,৩৪২,৩২৩ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য উত্তরদাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। উত্থাপিত বিষয়গুলির উপর নেতিবাচক অনুসন্ধানে পৌঁছানোর জন্য, ম্যাজিস্ট্রেট বিস্তারিত কারণ নির্ধারণ করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে অভিযোগকারীর প্রমাণ তালুক অফিসের কাছে ঘটেছিল বলে অভিযোগ করা ঘটনার ক্ষেত্রে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাই প্রসিকিউশন ব্যর্থ হয়েছে। আরও, যদিও উক্ত কার্যধারায় তদন্ত করা হয়েছিল এবং বিচার এগিয়ে গিয়েছিল, কোনও উপাদান বস্তু বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, যার উপর ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেছেন। এটি ইঙ্গিত করবে যে বর্তমান কার্যধারায় নির্ভর করা চেক এবং অন্যান্য নথিগুলি "আবেদনকারীকে হুমকি" দিয়ে তৈরি করা হয়নি, যেমন অভিযোগ করা হয়েছে। আদালত তাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে অভিযোগকারী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অভিযোগকারী তার মামলা প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কার্যধারায় প্রাপ্ত উক্ত অনুসন্ধান এবং উপসংহার ইঙ্গিত দেয় যে অভিযুক্ত ঘটনাটি ২০.০১.২০০৪-এ ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয়নি। যদি এটি অবস্থান হয়, তবে তাৎক্ষণিক মামলায় প্রতিরক্ষা পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং তাত্ক্ষণিক কার্যধারায় পরীক্ষিত সাক্ষীরা কেবল একই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যমে। অতএব, চেক এবং অন্যান্য নথি সম্পর্কে বলপূর্বক প্রাপ্ত প্রতিরক্ষা সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না যখন আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত চেকটি আইনত আদায়যোগ্য পরিমাণ পরিশোধের জন্য তার পক্ষে জারি করা হয়েছিল তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উত্তরদাতা তার উপর চাপানো প্রাথমিক বোঝা সফলভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সত্য যে আবেদনকারী পূর্ববর্তী লেনদেনের বিষয়ে স্বীকার করেছেন যেখানে তার মতে, তিনি পরিমাণটি ধার করেছিলেন

এবং ১৯৯৫ সালে একই অর্থ পরিশোধ করলে বোঝা যাবে যে/আপিলকারী এবং উত্তরদাতা এর আগে আর্থিক লেনদেন করেছিলেন এবং একে অপরের পরিচিত পক্ষগুলির মধ্যে অন্য একটি লেনদেন সম্ভাব্য ছিল। উত্তরদাতা প্রমাণ করার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন যে লেনদেনটি আসলেই হয়েছিল। এটিকে অস্বীকার করার জন্য, আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত মামলাটি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না কারণ উক্ত দিকটি ইতিমধ্যে একটি পৃথক কার্যধারায় (সি.সি.নং.৬৩১৮/২০০৪) বিবেচনা করা হয়েছিল এবং উত্তরদাতাকে উক্ত কার্যধারায় খালাস দেওয়া হয়েছিল। আপিলকারীকে খালাস করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা এখানে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছিল তা ন্যায়সঙ্গত ছিল না। হাইকোর্টের একক বিচারক তাই তাঁর 'সি' উপসংহারে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন যদিও বিস্তারিত কারণ বরাদ্দ করা হয়নি। এই আবেদনে বিতর্কিত হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই। [অনুচ্ছেদ ১২,১৩,১৫-১৮] [৬৬৩-এ-জি; ৬৬৫-ডি-এফ; ৬৬৬-ই-এইচ; ৬৬৭-এ-এফ]

মামলা আইন রেফারেন্স

[২০০৭] ১০ এস. সি. আর ১০১০	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ৮
[২০১২] ৯ এস. সি. আর ৫৩০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮

ফৌজদারি আপিলেট এখতিয়ারঃ ২০১১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৮৬০।

২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং.৪৮৫-এ ব্যাঙ্গালোরে কর্ণাটক হাইকোর্টের ১৮.০৮.২০১০ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

এস. এন. ভাট, শ্রীমতি পার্বতী ভাট, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

রঞ্জি থমাস, প্রবীণ আইনজীবী, ভি. এন. রঘুপতি, কে. কে. এল. গৌতম, রাহুল মোহদ, উত্তরদাতার পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন **এ. এস. বোপান্না, বিচারপতি**।

১. ২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৪৮৫-এ কর্ণাটক হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ১৮.০৮.২০১০ তারিখের রায়টি আপিলকারী এই আদালতের সামনে পেশ করেছেন। উক্ত রায়ের মাধ্যমে, লার্নড সিঙ্গেল জজ এখানে উত্তরদাতার দায়ের করা আপিলটি মঞ্জুর করেছেন এবং ২০০৪ সালের ফৌজদারি মামলা নং ৩২০৭-এ আপিলকারীর পক্ষে ইলার্ড অ্যাডিশনাল সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) এবং জে. এম. এফ. সি, উদুপি দ্বারা প্রদত্ত খালাসের রায়টি খারিজ করে দিয়েছেন। ফলস্বরূপ, এখানে আপিলকারীকে জে. টি দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে

এবং চার মাসের মধ্যে ১ লক্ষ টাকা (৪ লক্ষ টাকা) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দণ্ডিত করা হয়। এতে ব্যর্থ হলে, আপিলকারীকে ছয় মাসের জন্য সাধারণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আপিলকারীকে আরও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে তিনি ১৫ দিনের জন্য সাধারণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। অতএব আপিলকারী এখানে আরোপিত রায়ে ক্ষুব্ধ বলে দাবি করেন।

২. সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্রটি হলো এই যে, আপিলকারী এবং উত্তরদাতা একে অপরের পরিচিত। তাঁরা দুজনেই কর্ণাটকের উদুপির বাসিন্দা। উত্তরদাতা আপিলকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ২০০ ধারার সাথে পঠিত ২(ঘ) ধারার অধীনে একটি ব্যক্তিগত অভিযোগ দায়ের করেন এবং ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার জন্য তাঁর শাস্তি দাবি করেন। অভিযোগটি ১৭.০৩.২০০৪ তারিখে উদুপির দ্বিতীয় অতিরিক্ত দেওয়ানি বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) এবং জে.এম.এফ.সি-র আদালতে ২০০৪ সালের ২১৩ নম্বর পি.সি. মামলা হিসেবে দায়ের করা হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে ২০০৪ সালের ৩২০৭ নম্বর সি.সি. মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়। উত্তরদাতার ভাষ্য অনুযায়ী, আপিলকারী অর্থ ধার দেওয়া এবং জমি দালালি করার ব্যবসা করতেন, যার জন্য তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তরদাতার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন। উত্তরদাতার উপস্থাপিত মামলার তথ্য অনুসারে, আপিলকারী ১২.০৬.২০০৩ তারিখে উত্তরদাতার কাছ থেকে ৩,৭৫,০০০/- (তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা ধার নিয়েছিলেন এবং প্রাপ্তিস্বীকার স্বরূপ একটি 'চাহিবামাত্র প্রদেয় প্রতিশ্রুতিপত্র' ও একটি রসিদ সম্পাদন করেছিলেন। আপিলকারী ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকার একটি পরবর্তী তারিখের চেক প্রদান করেছিলেন (চেক নম্বর ০৬২৫৮৯, তারিখ ১২.১২.২০০৩), যার মধ্যে ছয় মাসের সুদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত চেকটি উদুপির আম্বলপাডি শাখার কর্পোরেশন ব্যাংকের ওপর কাটা হয়েছিল।

৩. উত্তরদাতার বর্ণনা অনুযায়ী, ১৭.০২.২০০৪ তারিখে যখন চেকটি নগদায়নের জন্য জমা দেওয়া হয়, তখন আপিলকারীর অ্যাকাউন্টে "অপ্রতুল তহবিল" থাকার কারণে ব্যাংক সেটি প্রত্যাখ্যান করে। ১৮.০২.২০০৪ তারিখে একটি আইনি নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও এবং ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা পরিশোধের দাবি পূরণ না হওয়ায়, উত্তরদাতা উপযুক্ত আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন, যার বিবরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আপিলকারী আত্মপক্ষ সমর্থনে জানান যে, যদিও তিনি ১৯৯৫ সালে উত্তরদাতার কাছ থেকে ৮০,০০০/- টাকা ধার করেছিলেন, তবে তা সুদসহ ৩,২০,০০০/- (তিন লক্ষ বিশ হাজার) টাকা হিসেবে বিভিন্ন চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে কোনো বকেয়া পাওনা নেই। ফলস্বরূপ, আপিলকারী ১২.০৬.২০০৩ তারিখে কোনো ঋণ নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

আপিলকারীর আরও অভিযোগ ছিল যে, উত্তরদাতা ২০.০১.২০০৪ তারিখে তাঁকে মারধর ও হুমকি দিয়েছিলেন এবং জোরপূর্বক ফাঁকা কাগজে ও কিছু চেকের পাতায় তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন, যার অপব্যবহার করা হচ্ছে। আপিলকারী এই বিষয়ে ০২.০২.২০০৪ তারিখে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, যার বিচার উদুপির অতিরিক্ত দেওয়ানি বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) এবং জে.এম.এফ.সি-র আদালতে ২০০৪ সালের ৬৩১৮ নম্বর সি.সি. মামলায় সম্পন্ন হয়েছিল। তবে, এটি স্বীকৃত যে উক্ত কার্যক্রমের শেষে ০৬.১২.২০০৬ তারিখের রায়ের মাধ্যমে বর্তমান উত্তরদাতা খালাস পেয়েছেন এবং সেই রায়টি চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।

৪. উত্তরদাতার দায়ের করা চেকের অমর্যাদাজনিত অভিযোগটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করার জন্য আপিলকারী অভিযোগ করেন যে, যেহেতু তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন, তাই ঋণের দায় মেটাতে তিনি ১৯৯৪ সালে কেনা তাঁর একটি সম্পত্তি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উত্তরদাতা সেটি ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকায় কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আপিলকারী তা উত্তরদাতার কাছে বিক্রি করতে অস্বীকার করেন কারণ তাঁর মতে উক্ত সম্পত্তির মূল্য ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকার বেশি ছিল। আপিলকারীর অভিযোগ যে, সেই কারণেই উত্তরদাতা মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযোগ দায়ের করেছেন।

৫. উভয় পক্ষের যুক্তিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে, বিচারিক আদালতের বিজ্ঞ বিচারক বিবেচনার জন্য এই বিষয়টি উত্থাপন করেন যে, বর্তমান উত্তরদাতা এটি প্রমাণ করেছেন কি না যে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকার উক্ত চেকটি আপিলকারী কোনো আইনি ঋণ বা দায় মেটানোর জন্য প্রদান করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। বিজ্ঞ বিচারিক বিচারক আপিলকারীর উপস্থাপিত ভাষ্য গ্রহণ করে খালাসের আদেশ প্রদান করেন। অন্যদিকে, উচ্চ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক বর্তমান উত্তরদাতার বক্তব্য গ্রহণ করেন এবং চেক প্রদানের ফলে যে আইনি অনুমান তৈরি হয় এবং উল্লেখিত কারণে সেই অনুমান খণ্ডন না হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে আপিলটি মঞ্জুর করেন ও আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেন, যার ফলে এই আপিলটি দায়ের হয়েছে।

৬. আমরা আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এস.এন. ভাট এবং উত্তরদাতার পক্ষে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জনাব রঞ্জি থমাস ও বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব ভি.এন. রঘুপতির বক্তব্য শুনেছি এবং আপিল সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করেছি।

৭. আমাদের সামনে উপস্থাপিত উভয় পক্ষের দাবি এবং নথিপত্র থেকে উদ্‌ভূত তথ্যের ভিত্তিতে এটি স্পষ্ট যে, উদুপির আম্বলপাডি শাখার কর্পোরেশন ব্যাংকের ওপর কাটা ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকার ১২.১২.২০০৩ তারিখের ০৬২৫৮৯ নম্বর চেকটি, যা এই আলোচনার মূল বিষয়—

২০০৪ সালের সিসি নং.৩২০৭-এ অভিযোগের বিষয়টি নথিভুক্ত করা হয়েছে। যাইহোক, যে প্রতিরক্ষা উত্থাপিত হয়েছিল তার আলোকে, বিবেচনার জন্য যে বিষয়টি উত্থাপিত হয় তা হল যে এই চেকটি আসলে আবেদনকারী দ্বারা ১২.০৬.২০০৩-এ ১২.১২.২০০৩-এ পোস্ট-ডেটিং করে জারি করা হয়েছিল কিনা এবং সেই তারিখে বা তার পরে কোনও আইনি ঋণ পরিশোধের জন্য তা প্রদেয় করা হয়েছিল কিনা।

৮. চেক জারি করার সময় আইনে উদ্ভূত অনুমান সম্পর্কিত আইনি দিকটি দ্বারপ্রান্তে উল্লেখ করতে হবে। নিঃসন্দেহে, এ কে প্রকাশ বনাম পিকে মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে ট্রায়াল কোর্ট উল্লেখ করেছে। সুরেন্দ্রন (২০০৮) ১ এসসিসি ২৫৮, প্রাথমিক বোঝা অভিযোগকারীকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছে। আপিলকারীর জন্য শিক্ষিত পরামর্শদাতা এই আদালতের রায়ের উপর আরও নির্ভর করেছেন রেভারেন্ড মাদার মেরিকুট্টি বনাম রেনি সি কোট্টারাম ও আনার মামলায়। (২০১৩) ১ এসসিসি ৩২৭ অনুচ্ছেদ ১৩-এর প্রসঙ্গে, যা এখানে নিম্নরূপ;

"১৩. এ ছাড়া, বিচারে অভিজ্ঞ বিচারপতির সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, সেই সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি দিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং বিচারে অভিজ্ঞ বিচারপতির দ্বারা নেওয়া উক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে আমরা কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না। এই পরিস্থিতিতে, ৩১ থেকে ৩৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনুমান এবং অনুমান করার সম্ভাবনাগুলির প্রাধান্য সম্পর্কে এম. এস. নারায়ণ মেননের আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার দ্বারা নির্ভর করা সিদ্ধান্তে বর্ণিত নীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট। ৩১ থেকে ৩৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সেই নীতিগুলি কার্যকরভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যা নিম্নরূপঃ

৩১. ভারত ব্যারেল অ্যান্ড ড্রাম এম. এফ. জি. কো. বনাম আমিন চাঁদ পায়রেলাল মামলায় এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ, যদিও একটি দেওয়ানি মামলায় নিম্নলিখিত শর্তে আইনটি নির্ধারণ করেছেঃ

(এসসিসি পিপি ৫০-৫১ অনুচ্ছেদ ১২)

'১২. এখানে উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন রায় বিবেচনা করার পরে, আইনের যে অবস্থান উঠে আসে তা হল যে একবার প্রতিশ্রুতি নোট কার্যকর করার পরে, ১১৮ (ক) ধারার অধীনে অনুমান উত্থাপিত হবে যে এটি একটি বিবেচনার দ্বারা সমর্থিত। এই ধরনের অনুমান প্রত্যাখ্যানযোগ্য। বিবাদী সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা উত্থাপন করে বিবেচনার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে। যদি বিবাদী প্রমাণের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করে প্রমাণ করে যে বিবেচনার অস্তিত্ব অসম্ভব বা সন্দেহজনক ছিল বা একই অবৈধ ছিল, তবে দায়বদ্ধতা হবে

বাদীর কাছে স্থানান্তর যিনি এটিকে একটি বাস্তব বিষয় হিসাবে প্রমাণ করতে বাধ্য হবেন এবং এটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে তাকে দরকষাকষির দলিলের ভিত্তিতে ত্রাণ প্রদানের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। বিবেচনার অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ করার বোঝা হয় সরাসরি হতে পারে বা যে পরিস্থিতির উপর তিনি নির্ভর করেন তার উল্লেখ করে সম্ভাবনার প্রাধান্যকে নথিভুক্ত করতে পারে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, বাদী আইনের অধীনে বাদী সহ মামলার সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করার অধিকারী। যদি বিবাদী বিবেচনার অস্তিত্ব না দেখিয়ে প্রমাণের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়, তবে বাদী অবশ্যই তার পক্ষে ১১৮ (ক) ধারার অধীনে উদ্ভূত অনুমানের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। আদালত সরাসরি প্রমাণের নেতৃত্ব দিয়ে বিবেচনার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্য বিবাদীকে জোর দিতে পারে না কারণ নেতিবাচক প্রমাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয় বা বিবেচনা করা যায় না এবং এমনকি যদি পরিচালিত হয়, তবে সন্দেহের সাথে দেখা উচিত।

এই আদালত, অতএব, স্পষ্টভাবে মতামত দিয়েছে যে সরাসরি প্রমাণের মাধ্যমে বিবেচনার অস্তিত্বকে খণ্ডন করা বিবাদীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়।

৩২. প্রমাণের মান স্পষ্টতই সম্ভাবনার প্রাচুর্য। সম্ভাবনার প্রাচুর্যের অনুমান কেবল নথিভুক্ত উপকরণগুলি থেকেই নয়, তিনি যে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেন তার উল্লেখ থেকেও নেওয়া যেতে পারে।

৩৩. একটি সংবিধির অধীনে অঙ্কিত অনুমানের কেবল একটি প্রমাণমূলক মূল্য রয়েছে। অনুমানগুলি সাক্ষ্য আইনের পরিপ্রেক্ষিতে উত্থাপিত হয়। একটি তথ্যের ক্ষেত্রে অঙ্কিত অনুমান এমনকি অন্যটির অধীনে অনুমান করার উদ্দেশ্যেও প্রমাণ হতে পারে।

হাতে থাকা মামলায় উপরোক্ত নীতিগুলি প্রয়োগ করে, আমরা দেখতে পাই যে বিচার আদালতের রায়টি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আপিলকারী আইনের ১৩৮ এবং ১৩৯ ধারার অধীনে চেক জারি করার বিষয়ে প্রাথমিক অনুমানকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এটি সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত ছিল। আমরা আরও দেখতে পাই যে সম্ভাবনার প্রাধান্যও আপিলকারীর অবস্থানকে পুরোপুরি সমর্থন করে যা বিদ্বান বিচার বিচারকের দ্বারা ধার্য করা হয়েছিল। যথাযথ যুক্তি ছাড়াই বিদ্বান বিচার বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে হাইকোর্টের রায়, তাই, বাতিল করা হবে এবং সেই অনুযায়ী ১ গুলি বাতিল করা হবে।

ফলস্বরূপ, বিতর্কিত রায়ে আরোপিত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা [২০০৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৭০৭,১৭-৩-২০১০ (কের) তারিখের আদেশ] বাতিল করা হয়েছে।

৯. অন্যদিকে, প্রত্যর্থীর বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি কালামানি টেক্স অ্যান্ড আনার বনাম পি. টি. এম-বালাসুব্রমনিয়ান (২০২১) ৫ এস. সি. সি ২৮৩-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন যা নিম্নরূপঃ-

"১৬. আপিলকারীরা কোনও পুনরুদ্ধারযোগ্য ঋণের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করার জন্য ডি. ডব্লিউ ১-এর প্রমাণের উপর নির্ভর করেছেন। তবে, তাঁর জবানবন্দি কেবল এই বিষয়টিকে তুলে ধরে যে, প্রত্যর্থীর ব্যাঙ্কে অতিরিক্ত বর্ধিত ক্রেডিট সুবিধা ছিল এবং তার আর অ্যাকাউন্ট আপডেট করতে ব্যর্থতার ফলে ঋণ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই ধরনের প্রমাণ আবেদনকারীদের দায়বদ্ধতার বিরোধিতা করে না এবং উত্তরদাতার অভিযোগের যোগ্যতার উপর সামান্য প্রভাব ফেলে। একইভাবে, আপিলকারী ২-এর স্বাক্ষর স্বীকার করা সত্ত্বেও, ৭-১১-২০০০ তারিখের অঙ্গীকারের দলিলের সত্যতা সম্পর্কে আপিলকারীদের নিছক টাকাপয়সা অস্বীকার, উক্ত নথির সত্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ সৃষ্টি করে না।

১৭. যদিও আমরা আবেদনকারীদের দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলি মুখ মূল্যে গ্রহণ করি যে কেবল একটি ফাঁকা চেক এবং স্বাক্ষরিত ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারগুলি উত্তরদাতাকে দেওয়া হয়েছিল, তবুও বিধিবদ্ধ অনুমানটি মুছে ফেলা যায় না। বীর সিং বনাম মুকেশ কুমার [বীর সিং বনাম মুকেশ কুমার, যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছে যেঃ (এসসিসি পৃষ্ঠা ২০৯, ই অনুচ্ছেদ ৩৬)

৩৬. এমনকি অভিযুক্তের দ্বারা স্বেচ্ছায় স্বাক্ষরিত এবং হস্তান্তরিত একটি ফাঁকা চেক পাতা, যা কিছু অর্থ প্রদানের জন্য, নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমানকে আকর্ষণ করবে, এটি দেখানোর জন্য কোনও দৃঢ় প্রমাণের অভাবে যে চেকটি ঋণ পরিশোধের সময় জারি করা হয়নি।

১৮. পক্ষগুলির মধ্যে একটি স্বীকৃত ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এই বিষয়টি বিবেচনা করে, আমরা মনে করি যে আবেদনকারীদের দ্বারা উত্থাপিত প্রতিরক্ষা আস্থা জাগায় না বা "সম্ভাবনার প্রাধান্য"-এর মান পূরণ করে না। অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক উপাদানের অভাবে, আমাদের কাছে মনে হয় যে উচ্চ আদালত আবেদনকারীদের প্রতিরক্ষা বাতিল করতে এবং এন. আই. এ-র ১১৮ ধারা এবং ১৩৯ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব বহাল রাখতে ভুল করেনি।

১৯. উত্তরদাতার পক্ষ থেকে উত্থাপিত ক্ষতিপূরণের দাবির বিষয়ে, আমরা স্থিরীকৃত নীতিগুলি সম্পর্কে সচেতন যে

এন. আই. এ-র XVII অধ্যায়ের উদ্দেশ্য কেবল শাস্তিমূলকই নয়, ক্ষতিপূরণমূলক ও পুনর্বিন্যাসমূলকও। এন. আই. এ-র বিধানগুলি চেকের অসম্মানের জন্য ফৌজদারি দায়বদ্ধতার পাশাপাশি চেকের পরিমাণ আদায়ের জন্য নাগরিক দায়বদ্ধতার জন্য একটি একক জানালা কল্পনা করে। এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার এবং যদি 'বিশেষ পরিস্থিতি' না থাকে তবে আদালতগুলিকে সমানভাবে দু 'বার পর্যন্ত জরিমানা আদায় করতে হবেঃ সাধারণ সুদ সহ চেকের পরিমাণ ৯ শতাংশ প্রতি বছর ১০ টাকা।

১০. ২০১১ সালের ত্রিয়াম্বক এস হেগড়ে বনাম শ্রীপাদ ফৌজদারি আপিলের একটি সিদ্ধান্তের নোট নেওয়াও উপযুক্ত হবে।

"১২. উত্তরদাতার স্বাক্ষরিত চেকের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর দ্বারা অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে, এন. আই. আইনের ১১৮ (এ) ধারার অধীনে প্রদত্ত বিবেচনার অনুমোদনের বিষয়টি উত্থাপিত হবে, যা নিম্নরূপঃ-

"১১৮. আলোচনার যোগ্য দলিল সম্পর্কে অনুমান-যতক্ষণ না বিপরীত ১ গুলি প্রমাণিত হয়, নিম্নলিখিত অনুমানগুলি করা হবেঃ-

(ক) বিবেচনার জন্য-যে প্রতিটি আলোচনার যোগ্য দলিল তৈরি করা হয়েছিল বা বিবেচনার জন্য টানা হয়েছিল, এবং এই জাতীয় প্রতিটি দলিল, যখন এটি গ্রহণ করা হয়েছে, ইনডোর্স করা হয়েছে, আলোচনা করা হয়েছে বা হস্তান্তর করা হয়েছে, তখন তা গ্রহণ করা হয়েছে, ইনডোর্স করা হয়েছে, আলোচনার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে বা বিবেচনার জন্য স্থানান্তর করা হয়েছে।

১৩. উপরের উল্লিখিত বিধানগুলি স্পষ্ট যে বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের অনুমান অব্যাহত থাকবে। এই বিষয়ে আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী এ. ভাস্করন বনাম শঙ্করন বৈদ্যন বালান ও আনার (১৯৯৯) ৭ এস. সি. সি. ৫১০-এ এই আদালতের পি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে এটি নিম্নরূপ রাখা হয়েছেঃ-

"৯. যেহেতু চেকে স্বাক্ষর অভিযুক্তের বলে স্বীকার করা হয়েছে, তাই আইনের ১১৮ ধারায় যে অনুমান করা হয়েছে তা আইনত অনুমান করা যেতে পারে যে চেকটি সেই তারিখে বিবেচনার জন্য তৈরি করা হয়েছিল বা টানা হয়েছিল যে তারিখে চেকটি বহন করে। আইনের ১৩৯ ধারায় আদালতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, চেকের ধারক কোনও ঋণ বা দায় পরিশোধের জন্য এটি গ্রহণ করেছেন। অভিযুক্তের উপর উপরোক্ত অনুমান প্রত্যাখ্যান করার ভার ছিল। বিচার আদালতকে এই ধারণার উপর নির্ভর করতে রাজি করানো হয়নি

অনুমান প্রত্যাখ্যান করার জন্য ডিডব্লিউ-১-এর আগ্রহী সাক্ষ্য। উক্ত সিদ্ধান্তটি হাইকোর্ট দ্বারা বহাল রাখা হয়েছিল। অভিযুক্তদের পক্ষে এখন সেই দিকটি নিয়ে ভিন্নভাবে তর্ক করার সুযোগ নেই।"

১৪. তবে উত্তরদাতার বিদ্বান কৌঁসুলি বাসালিঙ্গাপ্পা বনাম মুদিবাসপ্পা (২০১৯) ৫ এস. সি. সি ৪১৮-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে এটি নিম্নরূপঃ-

> "২৫. আমরা ১১৮ (এ) এবং ১৩৯ ধারায় উপরোক্ত মামলাগুলিতে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাত লক্ষ্য করেছি, আমরা এখন এই আদালত দ্বারা গণনা করা নীতিগুলিকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্তসার করছিঃ
>
> ২৫.১ একবার চেক কার্যকর করা হলে আইনের ১৩৯ নং ধারায় এই অনুমান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, চেকটি কোনও ঋণ বা অন্যান্য দায় মেটানোর জন্য ছিল।
>
> ২৫.২. ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমান একটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য অনুমান এবং সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা উত্থাপন করার জন্য অভিযুক্তদের উপর ১s দায়। অনুমান প্রত্যাখ্যান করার প্রমাণের মান হল সম্ভাবনার প্রাধান্য।
>
> ২৫.৩.অনুমান প্রত্যাখ্যান করার জন্য, অভিযুক্তের পক্ষে তার নেতৃত্বাধীন প্রমাণের উপর নির্ভর করা উন্মুক্ত নয়তো অভিযুক্ত সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা উত্থাপন করার জন্য অভিযোগকারীর জমা দেওয়া উপকরণের উপরও নির্ভর করতে পারে। সম্ভাবনার প্রাধান্য সম্পর্কে অনুমান কেবল পক্ষগুলির দ্বারা নথিতে আনাউপকরণগুলি থেকে নয়, তারা যে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে তার রেফারেন্স থেকেও নেওয়া যেতে পারে।
>
> ২৫.৪. অভিযুক্তের পক্ষে তার প্রতিরক্ষার সমর্থনে সাক্ষী বাক্সে আসার প্রয়োজন নেই, ধারা ১৩৯ একটি প্রমাণমূলক বোঝা চাপিয়ে দেয়, প্ররোচিত করার বোঝা নয়।
>
> ২৫.৫. অভিযুক্তের পক্ষে তার পক্ষ সমর্থন করার জন্য সাক্ষী বাক্সে আসার প্রয়োজন নেই।

১১. উপরে উল্লিখিত আইনের অবস্থান থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যখন কোনও চেক বের করা হয় এবং আহরণকারীর দ্বারা ১s-এর উপর নির্ভর করা হয়, তখন এটি একটি অনুমান উত্থাপন করবে যে এটি একটি বিবেচনার দিকে টানা হয় যা আইনত আদায়যোগ্য পরিমাণ; অবশ্যই এই ধরনের অনুমান, বিপরীত প্রমাণ করে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। অভিযুক্তদের উপর একটি সম্ভাব্য উত্থাপন করার দায়িত্ব রয়েছে

প্রতিরক্ষা এবং অনুমান প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রমাণের মান সম্ভাবনার উপর প্রাধান্য।

১২. ঘোষিত আইনি অবস্থানের প্রেক্ষাপটে, বর্তমান মামলার তথ্যসমূহ পর্যালোচনার দাবি রাখে। উত্তরদাতার ভাষ্যমতে, আপিলকারী ১২.০৬.২০০৩ তারিখে ৩,৭৫,০০০/- (তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা ধার নিয়েছিলেন যা ছয় মাসের মধ্যে সুদসহ পরিশোধের বিষয়ে সম্মতি জানানো হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, কর্পোরেশন ব্যাংকের ওপর কাটা ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকার ১২.১২.২০০৩ তারিখের ০৬২৫৮৯ নম্বর চেকটি প্রদান করা হয়। এটি সত্য যে, উত্তরদাতা একটি 'চাহিবামাত্র প্রদেয় প্রতিশ্রুতিপত্রের' ওপর নির্ভর করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে জনৈক শ্রী হরিষ মূল্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত শ্রী হরিষ মূল্যে, যিনি সেই 'চাহিবামাত্র প্রদেয় প্রতিশ্রুতিপত্রে' সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁকে সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা করা হয়নি; যার কারণে বিজ্ঞ বিচারিক বিচারক লেনদেনটি প্রমাণিত নয় বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে উত্তরদাতা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে মামলাটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে এটি লক্ষণীয় যে, উত্তরদাতা চেক প্রদানের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন এবং প্রাথমিক দায়ভার সম্পন্ন করেছিলেন।

১৩. বিজ্ঞ বিচারিক বিচারকের সিদ্ধান্তের সমগ্র ভিত্তি ছিল আপিলকারীর তোলা সেই অভিযোগ, যেখানে বলা হয়েছিল যে ২০.০১.২০০৪ তারিখে একটি ঘটনা ঘটেছিল এবং উত্তরদাতা জোরপূর্বক কিছু ফাঁকা কাগজ ও চেকে স্বাক্ষর ও তা সংগ্রহ করেছিলেন। উত্তরদাতা ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চেকটি জমা দেওয়ার বিষয়টিকে অনেক বড় করে দেখা হয়েছে এই ধারণা থেকে যে, যদি চেকটি সত্যিই ১২.১২.২০০৩ তারিখের হতো এবং আগে প্রদান করা হতো, তবে তিনি এতো দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতেন না। এই ধরনের ধারণা সঠিক নয় যখন প্রকৃতপক্ষে চেকটি ১২.১২.২০০৩ তারিখের এবং তা বৈধতার মেয়াদের মধ্যেই জমা দেওয়া হয়েছে। আপিলকারী ২০.০১.২০০৪ তারিখে যে ঘটনার দাবি করেছেন তা সত্য হতে হলে, চেকটির তারিখ ২০.০১.২০০৪ বা তার পরবর্তী কোনো সময়ের হওয়া উচিত ছিল। চেকের বৈধতার মেয়াদের মধ্যে জমা দেওয়া হলে, জমার সঠিক তারিখটি কোনো গুরুত্ব বহন করে না। উত্তরদাতা কর্তৃক ২০.০১.২০০৪ তারিখে কথিত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি ৬৩১৮/২০০৪ নম্বর সি.সি. মামলায় বিবেচিত হয়েছিল। যখন একটি সম-এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত ঠিক একই অভিযোগের বিচার করে ০৬.১২.২০০৬ তারিখে রায় প্রদান করেছেন, তখন অন্য একটি সম-পর্যায়ের আদালত বিষয়টিকে হালকাভাবে এড়িয়ে যেতে পারে না।

১৪. উচ্চ আদালতের বিজ্ঞ বিচারকও পূর্ববর্তী কার্যধারার বিষয়টি শুধুমাত্র প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান মামলায় যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো, উত্তরদাতার মামলাটি নস্যাৎ করার জন্য বিজ্ঞ বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আপিলকারী যে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক যুক্তি পেশ করেছিলেন, তা এখনও সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা যায় কি না।

তাত্ক্ষণিক মামলায় আপিলকারীর দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিরক্ষা অর্থাৎ, ২০০৪ সালের সি. সি-তে ১৩৮ নং এনআই আইনের কার্যধারা রায় চলাকালীন জ্ঞানী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা উল্লিখিত হিসাবে নিম্নরূপঃ-

"আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২০০৩ সাল চলাকালীন অন্যদের পাওনা পরিশোধের উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর উল্লিখিত সম্পত্তিটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন এবং অভিযোগকারীর কাছে সেই সম্পত্তি বিক্রির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই সময়ে অভিযোগকারী অভিযুক্তের কাছ থেকে উক্ত সম্পত্তিটি ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকায় কেনার প্রস্তাব দেন, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তিটি ওই মূল্যে অভিযোগকারীর কাছে বিক্রি করতে অস্বীকার করেন কারণ সম্পত্তিটির মূল্য ছিল ৭ লক্ষ টাকা। অভিযোগকারী অত্যন্ত অল্প মূল্যের প্রস্তাব দেওয়ায় অভিযুক্ত তাঁর কাছে সম্পত্তিটি বিক্রি করতে রাজি হননি। এরপর অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই উক্ত সম্পত্তি কেনার জন্য ক্রেতা খুঁজতে শুরু করেন। সেই সময়ে অভিযোগকারী সম্ভাব্য ক্রেতাদের এই বলে বিভ্রান্ত করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্পত্তিটি বন্ধক রেখেছেন। ফলস্বরূপ, যে ক্রেতারা সম্পত্তিটি কিনতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা তা কিনতে অস্বীকার করেন। এর ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির কিছু অংশ তাঁর পাওনাদারদের কাছে হস্তান্তর করেন এবং কিছু অংশ তাঁর স্ত্রীর নামে স্থানান্তর করেন। পরিস্থিতি যখন এই পর্যায়ে ছিল, তখন ২০.০১.০৪ তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন তাঁর মোটরসাইকেলে করে উদুপির মহকুমা কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন, তখন অভিযোগকারী তাঁর ভ্যান গাড়ি দিয়ে অভিযুক্তের পিছু নেন এবং পরবর্তীতে তাঁকে অপহরণ করে উদুপির শ্রীরাম ভবনে অবস্থিত তাঁর কার্যালয়ে নিয়ে যান। সেখানে অভিযোগকারী অভিযুক্তকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখেন এবং হাত ও লোহার রড দিয়ে মারধর করেন। অভিযুক্তের সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি জোরপূর্বক কিছু ফাঁকা কাগজে এবং চেকের পাতায় বিভিন্ন স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। আরও অভিযোগ রয়েছে যে, সেই সময় অভিযোগকারী অভিযুক্তকে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু নথিপত্র এনে দেওয়ার জন্য ভয় দেখান, যেহেতু সম্পত্তিটি অভিযুক্তের স্ত্রীর নামে ছিল। সেই সময় অভিযোগকারী আরও হুমকি দেন যে তিনি অভিযুক্তসহ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের প্রাণনাশ করবেন।"

"যদি উক্ত কথিত ঘটনার বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশকে অবহিত করেন তবে তাঁর প্রাণনাশ করা হবে। এই ঘটনার পর, অভিযোগকারী অভিযুক্তের কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখতে বেতনভুক্ত গুণ্ডা নিয়োগ করেন এবং উক্ত গুণ্ডারা অভিযুক্তের বাড়ির আঙিনার আশেপাশে সর্বদা তাঁর ওপর দৃষ্টি রাখত। এর ফলে অভিযোগ দায়ের করতে বিলম্ব হয় এবং সেই অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘটনার প্রায় ১২ দিন পর ০২.০২.০৪ তারিখে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, অভিযোগকারী অপরাধমূলক মানসিকতার অধিকারী এবং তাঁর অপরাধের পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩২৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধসহ বিভিন্ন ফৌজদারি অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছেন এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছেন; এই ঘটনাটিও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে একটি। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রশ্নোক্ত চেকটি প্রদান করেননি এবং অভিযোগকারী তা জোরপূর্বক সংগ্রহ করেছিলেন। সেই অনুযায়ী অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৫, ৩৪২, ৩২৩ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্নোক্ত চেক ও অন্যান্য নথি অভিযোগকারী কর্তৃক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপব্যবহৃত হয়েছে। উপরোক্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের আলোকে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিনীতভাবে খালাসের প্রার্থনা জানিয়েছেন।"

১৫. উপরোক্ত অংশটি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের মূল নির্যাস হলো এই যে, উত্তরদাতা ২০.০১.২০০৪ তারিখে আপিলকারীকে হুমকি দিয়ে নথিপত্র এবং চেকটি সংগ্রহ করেছিলেন। সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে এবং সুনির্দিষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, আপিলকারী একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যার প্রেক্ষিতে উত্তরদাতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৫, ৩৪২, ৩২৩ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। এটি আমাদের জন্য সেই দিকটি বিবেচনা করা প্রাসঙ্গিক করে তোলে যা আপিলকারীর দায়ের করা উপরোক্ত ফৌজদারি অভিযোগে বিবেচিত হয়েছিল। উক্ত মামলাটি ২০০৪ সালের ৬৩১৮ নম্বর সি.সি. মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছিল। সেই মামলায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আপিলকারীর তোলা অভিযোগগুলো বিবেচনা করে বিবেচ্য বিষয়সমূহ উত্থাপন করেছিলেন এবং প্রাপ্ত ফলাফলের সারসংক্ষেপ করেছিলেন। সেগুলো নিম্নরূপ:

"৫. উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনা হলো এবং নথি পর্যালোচনা করা হলো। এখন, এই আদালতের যথাযথ বিবেচনার জন্য যে বিষয়গুলো উত্থাপিত হয়েছে তা হলো:

(১) প্রসিকিউশন বা অভিযোগকারী পক্ষ কি সকল যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে এটি প্রমাণ করতে পেরেছে যে ২০.০১.২০০৪ তারিখে রাত আনুমানিক ১১টার সময় উদুপি শহর থানার আওতাধীন শিবাল্লি গ্রামের শ্রীরাম ভবনের কক্ষে—"

নং ১১ অর্থাৎ, স্থিথা ফাইন্যান্সের অভ্যন্তরে, পুরনো ঘৃণার কারণে, অভিযুক্তরা সিডব্লিউএল১-এর কে. এস. রঙ্গনাথনকে উক্ত অর্থব্যবস্থার মধ্যে আটকে রাখে, যার ফলে সিডব্লিউএল১-কে ভুলভাবে আটকে রেখে আইপিসির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে?

(২) প্রসিকিউশন আরও যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করে যে একই তারিখ, স্থান এবং সময়ে, অভিযুক্ত স্বেচ্ছায় সিডব্লিউ১-এর মুখ, ঘাড় এবং শরীরের অন্যান্য অংশে তার হাত দিয়ে আক্রমণ করে এবং এর ফলে আইপিসির ধারা ৩২৩-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে?

(৩) প্রসিকিউশন সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে আরও প্রমাণ করে যে একই তারিখ, স্থান এবং সময়ে অভিযুক্ত সিডব্লিউ১, তার স্ত্রী এবং সন্তানদের জীবনকে হুমকি দিয়েছিল যদি সিডব্লিউ১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণের পরিমাণ ফেরত না দেয় এবং এর ফলে দণ্ডনীয় অপরাধ করে। আইপিসির ৫০৬ এর দ্বিতীয় অংশ।

(৪) কোন ক্রমে?

৬. এখন যথাযথ বিবেচনার জন্য উত্থাপিত উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর এই আদালতের অনুসন্ধানগুলি নিম্নরূপ উত্তর দেওয়া হয়েছে-

পয়েন্ট নং ১: নেতিবাচক

পয়েন্ট নং ২: নেতিবাচক

পয়েন্ট নং ৩: নেতিবাচক

পয়েন্ট নং ৪: নিম্নলিখিতগুলির জন্য চূড়ান্ত আদেশ অনুসারেঃ "

১৬. উত্থাপিত বিষয়গুলির উপর নেতিবাচক অনুসন্ধানে পৌঁছানোর জন্য, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট বিস্তারিত কারণ নির্ধারণ করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তালুক অফিসের কাছে ঘটেছিল বলে অভিযোগ করা ঘটনার বিষয়ে অভিযোগকারীর প্রমাণ মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাই প্রসিকিউশন ব্যর্থ হয়েছে। আরও, যদিও উক্ত কার্যধারায় একটি তদন্ত পরিচালিত হয়েছিল এবং বিচার এগিয়ে গিয়েছিল, কোনও বস্তুগত বস্তু বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, যার উপর বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেছেন। এটি ইঙ্গিত করবে যে বর্তমান কার্যধারায় নির্ভর করা চেক এবং অন্যান্য নথিগুলি আবেদনকারীকে হুমকি দিয়ে তৈরি করা হয়নি, যেমন অভিযোগ করা হয়েছে। আদালত তাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রসিকিউশন তার মামলা প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে

প্রাসঙ্গিক কার্যধারা নির্দেশ করবে যে ২০.০১.২০০৪-এ যে ঘটনাটি ঘটেছে/ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তা প্রমাণিত হয়নি।

১৭. যদি এই অবস্থানটি থাকে, তবে তাৎক্ষণিক মামলায় প্রতিরক্ষার পক্ষকে হাজির করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং তাৎক্ষণিক কার্যধারায় পরীক্ষিত সাক্ষীরা কেবল একই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যমে। অতএব, চেক এবং অন্যান্য নথির সাথে সম্পর্কিত প্রতিরক্ষাটি জোরপূর্বক প্রাপ্ত হওয়ার কারণে, সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না যখন উত্তরদাতা তার উপর চাপানো প্রাথমিক বোঝা সফলভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত চেকটি আইনত আদায়যোগ্য পরিমাণ পরিশোধের জন্য তার পক্ষে জারি করা হয়েছিল। আবেদনকারী যে আগের একটি লেনদেনের কথা স্বীকার করেছেন যেখানে তাঁর মতে, তিনি ১৯৯৫ সালে ঋণ নিয়েছিলেন এবং তা পরিশোধ করেছিলেন, তা ইঙ্গিত করে যে আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা এর আগে আর্থিক লেনদেন করেছিলেন এবং একে অপরের পরিচিত পক্ষগুলির মধ্যে অন্য একটি লেনদেন সম্ভাব্য ছিল। উত্তরদাতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য পরিস্থিতির আলোকে, এটি ইঙ্গিত করবে যে উত্তরদাতা লেনদেনটি আসলেই হয়েছিল তা প্রমাণ করার বোঝা টিএম এটিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, আপিলকারীর দ্বারা উপস্থাপিত মামলাটি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না কারণ উক্ত দিকটি ইতিমধ্যে একটি পৃথক কার্যধারায় (সি.সি.নং.৬৩১৮/২০০৪) বিবেচনা করা হয়েছিল এবং উত্তরদাতা উক্ত কার্যধারায় খালাস পেয়েছিলেন।

১৮. অতএব, এখানে আপিলকারীকে খালাস করার জন্য সি. সি.-র বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তা ন্যায়সঙ্গত ছিল না। উচ্চ আদালতের বিদ্বান একক বিচারক তাই তাঁর উপসংহারে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন যদিও বিস্তারিত কারণ নির্ধারণ করা হয়নি। সেই দৃষ্টিতে, আমরা গৃহীত ১৮.০৮.২০১০ তারিখের রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ দেখছি না। ফৌজদারি আপিল নং.৪৮৫/২০০৮-এ হাইকোর্টের দ্বারা, এই আবেদনে অভিযুক্ত।

১৯. তদনুসারে, যোগ্যতাবিহীন আবেদন খারিজ হয়ে যায়। পক্ষগুলি তাদের নিজস্ব খরচ বহন করবে।

২০. বিচারাধীন আবেদনগুলি, যে কোনও ক্ষেত্রে, নিষ্পত্তি করা হবে।

দিব্যা পান্ডের আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu